Department of Bengali
Patna University
Subject - Bengali, CC- 10
Sem- III , Unit II
Teacher - Dr. Sagar Sarkar
Topic- Essay of Bengali Literature

- ***বাংলা বাংলা গদ্যের বিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান***

বাংলার সমাজ সংস্কার সংস্কৃতি শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি আধুনিককালের যেকোনো প্রগতিশীল মনোভাবের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন রাজা রামমোহন রায়। ষোড়শষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা গদ্যের বেশ কিছু নিদর্শন লক্ষ করা যায়।উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক প্রচলন সূচিত হয় শ্রীরামপুর মিশন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে।সাহিত্যের রস সৃষ্টির উদ্দেশ্য না হওয়ায় শুধুমাত্র বাঙালি জনসাধারণের কাছে নিজেদের পৌঁছে দেওয়া তাগিদে বাংলা ভাষা শিক্ষার কারণে এইসব গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রাজা রাজা রামমোহন রায় অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বাংলা গদ্য রচনায় মগ্ন ছিলেন। তার রচনাগুলি মূলত আন্দোলন কেন্দ্রিক।ফ্যান্টম'র সৃষ্টির প্রয়োজন না থাকলেও যুক্তিনিষ্ঠ গদ্য রচনায় প্রচেষ্টা তার ছিল। বাঙালি জাতিকে তিনি মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক যুগের মহাকাশে উঠতে শিখিয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় 1776 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।কাদের উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে তিনি ভালোভাবে সংস্কৃত ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। পরে সরকারি চাকরি করার জন্য উপরিতল সাহেবের কর্মচারীর কাছ থেকে ইংরেজি ভাষা ও ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। আবার মিশনারীদের কে জব্দ করার জন্য হীব্র ভাষায় শিখে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন।সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন , জুরির বিচার , সম্পত্তিতে স্ত্রী লোকের অধিকার, পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রভৃতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রদূত আবারআবার একেশ্বরবাদী তত্ত্ব দ্বারা বেদ বেদান্ত উপনিষদ রূপান্তরিত করা এবং আধুনিক যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মযার্দা বাঙালিকে উপযোগী করে তোলার সমগ্র দায়িত্ব তাকেই দিয়েছিলেন।তাই আধুনিক ভারত চেতনায় তাকে ইউরোপের জণ উইক লিফের মতো আমরা তাকে "মর্নিং স্টার রিফর্মেশন" morning star of reformation বলতে পারি।
815 থেকে 830 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট 15 বছরের মধ্যেই রাজা রামমোহন রায়ের সমস্ত বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় 30 টি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।রামমোহন ধর্ম সংস্কার ও সমাজ চেতনার বশবর্তী হয়েই বাংলা গদ্যে কলম ধরেছিলেন।প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এর মধ্যে বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫, বেদান্ত সার ১৮১৫, উপনিষদ এর অনুবাদ ১৮১৫-১৯, এবং বিবর্তনমূলক রচনার মধ্যে " উৎসব আনন্দ বিদ্যাবাগীশ এর সহিত বিচার১৮১৮, "গোস্বামীর সহিত বিচার"১৮১৮ সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ ১৮১৮-১৯ ,কবিতা কারের সহিত বিচার ১৮২০, ব্রাহ্মণ সেবধি১৮২১, পথ্য প্রদান ১৮২৩, সহমরণ বিষয়ক১৮২৩ গৌড়ীয় ব্যাকরণ১৮৩৩, ব্রহ্মসংগীত ১৮২৮ সম্বাদ কৌমুদী(পত্রিকা) রচনা করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।
রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্য কে সর্বপ্রথম অনুবাদ আলোচনা-বিতর্ক অংশ হিসেবে গড়ে

তুলেছিলেন।১৮১৫ সালে লেখা বেদান্ত গ্রন্থ তিনি জানিয়েছিলেন কিভাবে বাংলা গদ্য লিখতে ও পড়তে হয়। ফোর্ট ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী বাংলা গদ্য কে কাহিনী গান গল্প প্রকাশের বহন করেছিলেন। আরাম হন তাকে যুক্তিতর্কে চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুলেছিলেন। তাঁর গদ্য তাই ঋজুগতি তীক্ষ্ণ ও যৌক্তিক পারম্পর্য সুগঠিত। আধুনিক মনের জটিলতা কে ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক ভাষা বাহন প্রয়োজন। রামমোহন সেই আধুনিক ভাবপ্রকাশক বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুকে চিরদিন অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের বার্তাবহ হিসেবে রামমোহন কে প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আচারণ সর্বস্ব তার রামমোহনকে ব্যথিত করেছিল। তাই তাই তাই প্রতিবাদ।রবীনাথ ঠাকুর বলেছিলেন- "কি রাজনীতি কি সমাজ কি ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় সহজ স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই"।

মধ্যযুগের কুসংস্কার ও বর্বরতাকে লক্ষ করে রামমোহন একের পর এক গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।বিশেষত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থ গুলিতে তিনি প্রমাণ করেছেন এই প্রথা কখনোই শাস্ত্রসম্মত নয়। রামমোহনের এই ধারণা প্রচার এর সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজ রামমোহনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পথে।উত্তর প্রতিউত্তর এর মধ্য দিয়ে তিনি আর আমি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে ধর্ম সংস্থাপন কারীদের শাস্ত্রানুসারে যোগ্য জবাব দেন। "ভট্টাচার্য্য সহিত বিচার" "কায়স্থ দের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার" "গোস্বামীদের সহিত বিচার" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

রামমোহনের রচিত গ্রন্থ গুলির বিরুদ্ধে কখনো অন্যান্য পণ্ডিতেরা সমালোচনা করেছেন। যেমন বেদান্ত গ্রন্থের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লেখেন বেদান্তচন্দ্রিকা আবার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বিধায়ক নিষেধকের সংবাদ গ্রন্থে রামমোহনের বিচার গ্রন্থ গুলির প্রথম সমালোচনা করেন। অন্যদিকেঅন্যদিকে রাজা রামমোহন রায় কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এর অসাধারণ গ্রন্থের উত্তরের পথ্য প্রদান গ্রন্থটি রচনা করেন। এই যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্য দ্রুত নিজস্ব স্থান নির্মাণ করতে পারে। এখানে তার বাংলা গদ্যের সরল নমুনা দেয়া হলো- " স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাকে অল্প বুদ্ধি কথা সম্ভব নয়"(প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ)

রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থ পূর্ণচ্ছেদ এর চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন যতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি। পরবর্তী সময়ে পথ্য প্রদান গ্রন্থে অবশ্য ইংরেজি রীতি অনুসরণ সবরকম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। রামমোহন বাক্যের ক্ষেত্রে অন্তিমে ক্রিয়াপদ বসানোর কথা বলেছেন।তারেই মন্তব্যগুলি থেকে মনে হয় তিনি ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের জন্য গদ্য রচনায় যুক্ত হলেও বাংলা গদ্য ভাষার উন্নতিকল্পে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের সম্বন্ধে বলেছেন- দেওয়ানজী জলের নেয় সহজ ভাষায় লিখতেন তাতে কোন বিচার বিবাদ ঘটিত বিষয়ে লেখায় মনের অভিপ্রায় ভাব সকল সন্ধির অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত এজন্যই পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ্য ও তার ছিল না(বাংলা সাময়িকপত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রমথ চৌধুরী সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা গ্রন্থে বলেছেন- " রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এ লেখায় দোষ ধরা সহজ কিন্তু আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে এরাই হচ্ছে বাংলা ভাষার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম গদ্য লেখক"।

রবীনাথ ঠাকুর রামমোহন সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন- "রামমোহন বঙ্গ সাহিত্য কে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়া ছিলেন"

সমাপ্ত